রেভিন্ডার নাথ আগরওয়াল

বনাম

যোগেন্দ্র নাথ আগরওয়াল এবং অন্যান্যরা

(২০১৬ সালের স্থানান্তর আবেদন (দেওয়ানি) নং ৯৭০)

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২১

[ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতি]

স্থানান্তর আবেদন-টেস্টামেন্টারি কার্যধারা শুরু হয়েছিল 'দেশভাগের মামলার অনেক পরে'-বিভাজন মামলা উত্তরাখণ্ডের দেথি থেকে নৈনিতালে এবং উত্তরাখণ্ড থেকে দিল্লিতে টেস্টামেন্টারি মামলার হস্তান্তরের জন্য দায়ের করা দুটি স্থানান্তর আবেদন-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ আবেদনকারী নিশ্চিত হয়েছিলেন যে উইলের অধীনে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও বাধা নেই, এমনকি প্রথমে প্রশাসনের চিঠি না পেলেও-অতএব, উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্টে একটি টেস্টামেন্টারি মামলা দায়ের করার তাঁর পরবর্তী কাজটি আইনের সাধারণ প্রস্তাবের সুবিধা নেওয়ার জন্য একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় যে প্রোবেট কার্যধারা রিমের কার্যধারা এবং এর প্রাধান্য থাকা উচিত-বিভাজন মামলাটি জেলা আদালতে স্থানান্তর করার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি, 'নৈনিতাল-দ্বিতীয় স্থানান্তর আবেদন উত্তরাখণ্ডের উচ্চ আদালতে বিচারাধীন উইলপত্র সংক্রান্ত মামলাটি উত্তরাখণ্ডের জেলা আদালতে স্থানান্তর করার জন্য চেয়েছিল-কিন্তু ধারা ২৭৩ এর অনুবিধি (খ) অনুসারে, জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক পত্রগুলি রাজ্যের বাইরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে না, যদি এর মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি হয়-এই সমাধানের জন্য, উইলপত্রের মামলাটি দিল্লির হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বিভাজনের মামলাটি দিল্লির সাকেত জেলা আদালত থেকে দিল্লির হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হয় - ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ - ধারা ৫৭-১৯১, ২১৭-৩৬৯।

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫:

ধারা ৫৭,২৬৪ (২)-সিধান্তঃ ধারা ২৬৪(২) এর অধীনে বারের কোন প্রযোজ্যতা নেই, যে মামলাগুলিতে ধারা ৫৭ প্রযোজ্য।

ধারা ২১২, ২১৩-এর প্রয়োগযোগ্যতা-আলোচিত।

ধারা ৫৭, ২১২, ২১৩, ২৬৪-সিধান্তঃ ধারা ২১৩(২)(i) এবং ধারা ৫৭(ক), (খ) এর সাথে পঠিত উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবেট বা প্রশাসনিক পত্র চাওয়ার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র কিছু উচ্চ আদালতের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন কর্তৃক প্রদত্ত উইলের ক্ষেত্রে এবং সেই অঞ্চলের বাইরে প্রদত্ত উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যতদূর পর্যন্ত সেই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি কভার করে

আদালত কর্তৃক স্থানান্তর আবেদনের নিষ্পত্তি

স্থির করে: ১ এই আদালত উল্লিখিত কোনও সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেনি বা বিবেচনা করার কোনও সুযোগ পায়নি, এমন কোনও মামলা যেখানে কোনও পক্ষ বিচারিক কার্যধারায় উইলের উপর নির্ভর করার অধিকারী, এমনকি প্রোবেট/প্রশাসনের চিঠি না পেলেও এবং বিচারিক কার্যধারায় প্রথমে প্রোবেট/প্রশাসনের চিঠি না পেলেও উইল পেশ করার জন্য কোনও বাধা রয়েছে। প্রোবেট কার্যধারার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সেই মামলার বিভাগের উপর নির্ভর করবে। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৮৯৩-জি-এইচ; ৮৯৪-এ]

১.২ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ২৬৪-এর অধীনে তাঁর জেলার মধ্যে প্রবেট এবং প্রশাসনের চিঠিগুলি মঞ্জুর এবং প্রত্যাহার করুন। ধারা ২৬৪-এর উপ-ধারা (২) কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে শহরের সীমার বাইরে যে কোনও স্থানীয় অঞ্চলের আদালতগুলিকে প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি পাওয়ার জন্য বাধা দেয়, যতক্ষণ না রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা ছাড়প্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানেই হোক না কেন, তাদের তা করার অনুমতি দেয়। তবে উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বারের কোনও আবেদন নেই, যে ক্ষেত্রে ধারা ৫৭ প্রযোজ্য। [অনুচ্ছেদ ২৭,২৮] [৮৯৪-ই, জি-এইচ; ৮৯৫-এ]

১.৩ নবম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে জেলা বিচারককে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা ৩০০ ধারার অধীনে প্রদত্ত সমকালীন এখতিয়ারের ভিত্তিতে হাইকোর্ট কর্তৃকও প্রয়োগযোগ্য। ধারা ২৬৪-এর উপ-ধারা (২) এর আওতায় দেওয়া বাধা ধারা ৩০০-এর উপ-ধারা (২) তেও পাওয়া যায়। আইনের অষ্টম অংশ, যা সম্ভবত আইনের বেশ কিছু অংশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, ধারা ২১২ এবং ২১৩-এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। ধারা ২১২ উইলবিহীনের সম্পত্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হলেও, ধারা ২১৩ উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত। এই দুটি বিধি নিম্নরূপে বলা যেতে পারে: (i) উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত থেকে প্রথমে প্রশাসনিক পত্র না নিলে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ভারতীয় খ্রিস্টান বা পার্সি, যিনি উইলবিহীন মারা গেছেন, ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার কোনও বিচার আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না:

(ii) উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে কোনও অধিকার **(**কোনও মুসলমান বা ভারতীয় খ্রিস্টান দ্বারা তৈরি উইল ব্যতীত**)** কোনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি না উইলের তদন্ত বা উইলের সাথে প্রশাসনের চিঠিগুলি সংযুক্ত করা হয়, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম যা ধারা ২১৩-এ পাওয়া যায়, তা কেবল প্রযোজ্য হবেঃ **(i)** কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে, যদি সেই উইলগুলি ধারা ৫৭-এর প্রকরণ **(**ক**)** এবং **(**খ**)**-এ নির্দিষ্ট শ্রেণীর হয়; এবং **(ii)** ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইন ১৬-এর সূচনার পরে মারা যাওয়া কোনও পার্সি দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে, যদি এই ধরনের উইলগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে তৈরি করা হয় এবং যদি এই ধরনের উইলগুলি সেই সীমার বাইরে করা হয়, যতদূর পর্যন্ত সেগুলি সেই সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত। **[**অনুচ্ছেদ ৩১-৩৪ **]** ৮৯৫-জি; ৮৯৬-সি; ৮৯৭-বি-ই**]**

১.৪ ৫৭, ২১৩ এবং ২৬৪ ধারার একটি সমষ্টিগত পাঠ দেখাবেঃ **(i)** উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী বলে দাবি করা কোনও ব্যক্তি উইলের উপর নির্ভর করতে পারবেন না, বিচার আদালতের সামনে কোনও কার্যধারায়, যদি না তিনি প্রোবেট **(**যদি কোনও নির্বাহক নিযুক্ত হন**)** বা উইলের সাথে প্রশাসনের চিঠি না পান তবে এই ধরনের উইলটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে **(ii)** যে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার এখতিয়ার কেবল কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বে শহরের মধ্যে অবস্থিত আদালতগুলিতে এবং সরকারী গেজেটে রাজ্য সরকার কর্তৃক অবহিত যে কোনও স্থানীয় অঞ্চলের আদালতগুলিতে নিহিত। অতএব, যা নিম্নরূপ তা হলঃ **(i)** যদি উইলকারী আইনে নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর ব্যক্তি না হন এবং **(ii)** যদি উইল তৈরি না করা হয় বা উইলের আওতায় থাকা কিছু সম্পত্তি অবহিত এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উইলের অধীনে কোনও নির্বাহক বা উত্তরাধিকারীর প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বলবীর সিং ওয়াসুর রায়ে ধারা ২৬৪**(**২**)** এর অধীনে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি, যখন রায়ের অনুচ্ছেদ ৫-এ সাধারণভাবে বলা হয়েছিল যে "আমরা ধারা ২১৩-এর অধীনে দেশের অন্যান্য অংশের আদালতগুলিতে বিচক্ষণতা বা সুবিধার বিষয় হিসাবে নির্বাহককে প্রোবেটের জন্য আবেদন করতে নিষেধ করার ধারা ২১৩ পড়ি না যা ধারা ২১৩-এর আওতাভুক্ত নয়"। **[**অনুচ্ছেদ ৩৫, ৩৬**]**৮৯৭-এফ-এইচ; ৮৯৮-এ-বি**]**

বলবীর সিং ওয়াসু বনাম লখবীর সিং এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ১২ এস. সি. সি ৫০৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৫ ধারা ৫৭-এর প্রকরণ (ক) এবং ৪বি)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ২১৩ (২)(i)-এর ভিত্তিতে, উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের প্রোবেট বা আইটার নেওয়ার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা তৈরি উইলের ক্ষেত্রে এবং সেই অঞ্চলগুলির বাইরে তৈরি উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যতদূর পর্যন্ত তারা সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে স্থাবর খাদ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, এমন কোনও ব্যক্তির জন্য কোনও আইন নেই যার মামলা এই বিধানগুলির আওতার বাইরে পড়ে, একটি উইলের অধীনে কোনও অধিকার উপস্থাপন করা, তার উপর নির্ভর করা এবং দাবি করা থেকে শুরু করে, বিভাজন বা অন্যান্য ত্রাণের জন্য অন্যান্য আইনী উত্তরাধিকারী সহ অন্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনও কার্যধারায়। [অনুচ্ছেদ ৩৭] [৮৯৮-সি-ডি]

২.১ আবেদনকারী নিজে এগিয়ে যান (প্রথমে রাজস্ব নথিতে পরিবর্তন আনা হয় এবং (ii) তারপর ২০১১ সালের প্রবীণ ডিভিশনের দেওয়ানি বিচারপতির ফাইলের উপর একটি মামলা দায়ের করেন, যাতে তাঁর বাবার একই শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এটি করার পরে, ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) -এ আবেদনকারী উইলের অধীনে দাবি করার ৮ বছর পর ২০১৯ সালের টেস্টামেন্টারি মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাও তারিখের আদেশ দ্বারা বিভাজন মামলায় পরবর্তী কার্যধারার স্থগিতাদেশের অবকাশের পরে। অতএব, ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারীকে এই আদালতকে যথাযথ পরিপূরক করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। [অনুচ্ছেদ ৩৮,৩৯] ১৮৯৮-ই-জি]

২.২ সাকেত জেলা আদালতের ফাইলে বিচারাধীন বিভাজনের মামলাটি ৮ বছরের পুরনো, কারণ এটি ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মামলাটির লিখিত বিবৃতি মেজর 'আরএন' কর্তৃক ২০১২ সালের নভেম্বরে দাখিল করা হয়েছিল, যখন মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল।

লিখিত বিবৃতিতে, আবেদনকারী বিতর্কিত উইলটি কার্যকর করার জন্য আবেদন করেছেন। অতএব, মেজর 'আরএন' নিশ্চিত হয়েছিলেন যে উইলের অধীনে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও বাধা নেই, এমনকি প্রশাসনের চিঠি না পেলেও। অতএব, উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্টে একটি টেস্টামেন্টারি মামলা দায়ের করার তাঁর পরবর্তী কাজটি আইনের সাধারণ প্রস্তাবের সুযোগ নেওয়ার জন্য একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় যে প্রোবেট কার্যধারা রিমের কার্যধারা এবং তাদের প্রাধান্য থাকা উচিত। এই যুক্তিটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যিনি ধারা ২১৩ (১)-এর কারণে কোনও কার্যধারায় উইলের উপর নির্ভর করতে অক্ষম, প্রথমে প্রবেট/প্রশাসনের চিঠি না পেয়ে। অতএব, ২০১৬ সালের টি.পি (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারীর পক্ষে উত্থাপিত আইনি যুক্তি যে বিভাজন মামলাটি উইলপত্র সংক্রান্ত মামলা অনুসরণ করা উচিত, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এমনকি তথ্যের ভিত্তিতেও, বিভাজন মামলাটি নৈনিতাল জেলা আদালতে স্থানান্তর করার আদেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই এবং তাই, ২০১৬ সালের টি.পি (সি) নং ৯৭০ খারিজ করা হয়। [অনুচ্ছেদ ৪০,৪৭] [৮৯৮-এইচ; ৮৯৯-এ-ডি; ৯০১-সি]

২.৩ যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানান্তর আবেদনের বিষয়টি সম্পর্কিত, তাতে যে স্বস্তি চাওয়া হয়েছে তা হল উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে বিচারাধীন উইলপত্র সংক্রান্ত মামলাটি দিল্লির সাকেতের জেলা আদালতে স্থানান্তর করা। যেহেতু আবেদনকারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উইলটি নৈনিতাল এবং দিল্লি উভয় স্থানে অবস্থিত সম্পত্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এই উভয় আদালতের সমবর্তী এখতিয়ার রয়েছে। তবে ২৭৩ ধারার অনুবিধি (খ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনের চিঠির রাজ্যের বাইরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৈধতা থাকতে পারে না, যদি এর মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি হয়।যাইহোক, এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে উইলের মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তর করার আদেশ দিয়ে এবং বিভাজন মামলাটি সাকেত জেলা আদালত থেকে দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তর করার আদেশ দিয়ে। বিভাজন মামলাটি উইলের কার্যধারার সাথে যুক্ত করা হবে এবং নিষ্পত্তির জন্য একসাথে নেওয়া হবে। [অনুচ্ছেদ ৪৮,৪৯] [৯০১-ডি-জি]

ঈশ্বরদেও নারায়ণ সিং বনাম শ্রীমতী, কামতা দেবী এবং অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ২৮০-প্রয়োগযোগ্য নয়।

চিরঞ্জীলাল শ্রীলাল গোয়েঙ্কা বনাম জসজিৎ সিং এবং অন্যান্য (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি ৫০৭: [১৯৯৩] ২ এস. সি. আর ৪৫৪; টি. ভেঙ্কট নারায়ণ এবং অন্যান্য বনাম ভেঙ্কট সুব্বাম্মা (শ্রীমতী) (মৃত) এবং অন্যান্য (১৯৯৬) ৪ এসসিসি ৪৫৭: [১৯৯৬] ৩ এসসিআর ১০৪২;

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী এবং অন্যান্য বনাম নরেন্দ্র লাল গুপ্ত (১৯৮৫) ১ এস. সি. সি ১৪৪; নির্মলা দেবী বনাম অরুণ কুমার গুপ্ত (২০০৫) ১২ এস. সি. সি ৫০৫; শ্রীমতী রু ণী দেবী এবং অন্যান্যরা বনাম নরেন্দ্র লাল গুপ্ত (১৯৮৫) ১ এস. সি. সি ১৪৪.উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের স্থানান্তর আবেদন (দেওয়ানি) নং ৯৭০।

২০১৬ সালের অতিরিক্ত জেলা বিচারক, সাকেত আদালত, নতুন দিল্লির মামলা নং সি. এস-১২৬ স্থানান্তরের জন্য আবেদন।

২০১৯ সালের স্থানান্তর আবেদন (দেওয়ানি) নং ২৭৭৯ সহ।

গোপাল শঙ্করনারায়ণন, প্রবীণ অ্যাটর্নি, শ্রীমতি নিত্য রামকৃষ্ণন, শ্রীমতী রক্ষন্দা ডেকা, ত্রিদীপ পাইস, শ্রীমতী শিবম শর্মা, শ্রীমতী অঞ্জনা চন্দ্রশেখর, সঞ্জীব আগরওয়াল, মণীশ কুমার, পীযূষ কৌশিক, শ্রীমতী দিব্যা রায়, এইচ. এস. শর্মা, ইয়েতেন্দ্র শর্মা, প্রশান্ত কুমার, এম/এস. এ. পি. অ্যান্ড জে চেম্বার্স, গৌতম নারায়ণ, অ্যাড. উপস্থিত পক্ষগুলির হয়ে।

আদালতের নিম্নলিখিত রায় প্রদান করা হয়েছিলঃ

বিচার

১. ২০১৬ সালের স্থানান্তর আবেদন (সি) নং ৯৭০, নয়াদিল্লির সাকেত আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারকের ফাইলে বিচারাধীন একটি বিভাজনের মামলা উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে স্থানান্তরের জন্য, ২০১৯ সালের স্থানান্তর আবেদন (সি) নং ২৭৭৯, উত্তরাখণ্ড, নৈনিতাল হাইকোর্টের ফাইলে বিচারাধীন একটি উইলমেন্টারি মামলা নতুন দিল্লির সাকেত জেলা আদালতে স্থানান্তরের জন্য।

২. আমি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি।

৩. একজন শ্রী বদ্রি নাথ আগরওয়াল, যিনি সাধারণত উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার হলদওয়ানি তহসিলের বিথোরিয়া নম্বর ১ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, ৯১ বছর বয়সে মারা যান, পাঁচ ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে। তাঁরা হলেন (১) মেজর রবিন্দর নাথ আগরওয়াল, (২) সুরেন্দ্র নাথ, (৩) নরেন্দ্র নাথ, (৪) বীরেন্দ্র নাথ আগরওয়াল, (৫) লিলি নাথ (কন্যা) এবং (৬) যোগেন্দ্র নাথ আগরওয়াল। এই ছয় সন্তানের মধ্যে শ্রী নরেন্দ্র নাথ এখন আর নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ইরা যোশী এবং নিখিল নাথ এবং আদিত্য নাথ নামে দুই ছেলেকে রেখে ০৬.০৯.২০১৯-এ মারা যান।

৪. দাবি করে যে তাঁর পিতা প্রয়াত বদ্রি নাথ তাঁর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টটি ০৬.০৪.২০১১-এ কার্যকর করেছিলেন, তাঁর পূর্ববর্তী উইলের তারিখ বাতিল ও বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং শেষ উইলের অধীনে ০৬.০৪.২০১১, নৈনিতাল জেলার হলদওয়ানি তহসিলের বিথোরিয়া নং ১ গ্রামে একটি বিশাল, কৃষি জমির পরিমাণ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, বড় ছেলে মেজর রবিন্দর নাথ আগরওয়াল রাজস্ব রেকর্ডে তাঁর পক্ষে মিউটেশন কার্যকর করেছিলেন, তবে এটি উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ফাইলে লিলি নাথের দায়ের করা একটি রিট আবেদনের বিষয় হয়ে ওঠে। তার বড় ভাইয়ের পক্ষে হওয়া রূপান্তরকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন দায়ের করার পাশাপাশি, লিলি নাথ ২০১১ সালের মামলা নং ৫৭-এ সিভিল বিচারক, প্রবীণ ডিভিশন, নৈনিতালের ফাইলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি চেয়ে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে, মেজর রবিন্দর নাথ, যিনি উইলের অধীনে উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন এবং যিনি একটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে মিউটেশন কার্যকর করেছিলেন, তিনি ২০১১ সালের মামলা নং ৭২-এ দেওয়ানি বিচারক, প্রবীণ ডিভিশনের ফাইলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি চেয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন,

৫. এরপরে শেষ পুত্র শ্রী যোগেন্দ্র নাথ ২০১২ সালের সি. এস.-এ দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলের উপর শ্রী বদ্রি নাথের রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে দায়ের করা হয়েছিল। তবে ২০১৬ সালে, সম্ভবত লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, উক্ত মামলাটি অতিরিক্ত জেলা বিচারক, সাকেত কোর্ট, নয়াদিল্লির ফাইলে স্থানান্তরিত হয় এবং ২০১৬ সালের সি. এস নং ১২৬ হিসাবে পুনরায় নম্বর দেওয়া হয়।

৬. এর পরপরই, মেজর রবীন্দ্র নাথ আগরওয়াল এই স্থানান্তর আবেদনগুলির মধ্যে প্রথমটি দাখিল করেন, যার নাম ২০১৬সালের টি.পি (সি) নং ৯৭০, যাতে নয়াদিল্লির সাকেতের অতিরিক্ত জেলা জজের ফাইলে বিচারাধীন বিভাজন মামলাটি উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের জেলা জজের আদালতে স্থানান্তরের দাবি জানানো হয়।

০৮.০৭.২০১৬-এ, এই আদালত স্থানান্তর আবেদনে বিজ্ঞপ্তিজারি করে এবং বিভাজনের মামলায় পরবর্তী কার্যধারার স্থগিতাদেশও মঞ্জুর করে।

৭. কিন্তু এই আদালত বিজ্ঞপ্তিজারি এবং স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করার কয়েকদিন আগে, বিভাজন মামলার বাদী শ্রী যোগেন্দ্র নাথ (শেষ পুত্র) মামলাটি পরিত্যাগ করেন এবং তাই একমাত্র কন্যা লিলি নাথ আদেশ XXIII বিধি ১-ক এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করে নিজেকে বাদী হিসেবে স্থানান্তরিত করেন। মূল বাদী যোগেন্দ্র নাথকে বিবাদী নং ৫ হিসেবে স্থানান্তরিত করা হয়।

৮. এই আদালত ২০১৬ সালের টিপি (সি) নং ৯৭০-এ একটি আদেশ জারি করে, যা আগে ০৮.০৭.২০১৬-এ মঞ্জুর করা বিভাজন মামলার পরবর্তী কার্যধারার স্থগিতাদেশ বাতিল করে। এরপরে বড় ছেলে মেজর রবিন্দর নাথ ২০১৯ সালের টেস্টামেন্টারি কেস No.০১-এ নৈনিতালে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ফাইলের উপর একটি আবেদন দায়ের করেন, যাতে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ২৫০ এবং ২৭৩ (খ)-এর সাথে ২৭৬ ধারার অধীনে সংযুক্ত ০৬.০৪.২০১১ তারিখের উইল সহ প্রশাসনের চিঠি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত টেস্টামেন্টারি মামলায় সমন প্রাপ্তির পরে, কন্যা লিলি নাথ ২০১৯ সালের টিপি (সি) নং ২৭৭৯ নামে দ্বিতীয় স্থানান্তর আবেদন নিয়ে এসেছিলেন, উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট থেকে উইলপত্র সংক্রান্ত মামলাটি জেলা আদালতে, সাকেত, নয়াদিল্লিতে স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেখানে তার বিভাজনের মামলাটি এখন বিচারাধীন, যাতে উভয়কেই একসঙ্গে বিচার করা যায়।

৯. এইভাবে, আমার হাতে দুটি স্থানান্তর আবেদন রয়েছে, একটি ২০১৬ সালের, বড় ছেলের দায়ের করা বিভাজন মামলাটি নতুন দিল্লির সাকেত জেলা আদালত থেকে নৈনিতাল জেলা আদালতে স্থানান্তর করার জন্য এবং অন্যটি ২০১৯ সালের বিভাজন মামলায় বাদী কর্তৃক দায়ের করা, যাতে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ফাইলে বিচারাধীন উইলপত্র সংক্রান্ত মামলাটি সাকেতের জেলা আদালতে স্থানান্তর করার জন্য তার বিভাজন মামলার সাথে বিচার করা হয়। যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্র মেজর রবীন্দ্র নাথ, প্রথম স্থানান্তর আবেদনে আবেদনকারী, তাই তাকে এরপর থেকে "আবেদনকারী" এবং সুশ্রী লিলি নাথকে "প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদী" হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

১০. আমি আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, এটি নথিতে আনা উচিত যে, নৈনিতালের প্রবীণ ডিভিশনের দেওয়ানি বিচারকের ফাইলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রির জন্য কন্যা লিলি নাথ কর্তৃক দাখিল করা ২০১১ সালের সি.এস. নং ৫৭, প্রথম দেওয়ানি মামলাটি ২৭.১১.২০১৫ তারিখে মামলা না চালানোর জন্য খারিজ করা হয়েছিল।

যাইহোক, ২০১১ সালের সি. এস. **No.**৭২-এ মেজর রবিন্দর নাথের দায়ের করা দ্বিতীয় মামলা, স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি চেয়ে দেওয়ানি বিচারক, ঊর্ধ্বতন বিভাগের ফাইলে এখনও বিচারাধীন রয়েছে, নৈনিতাল। আমি এই দেওয়ানি মামলা নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, কারণ এটি কোনও স্থানান্তর আবেদনের বিষয় নয়।

১১. এই স্থানান্তর আবেদনগুলিতে বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল ২০১৬ সাল থেকে নতুন দিল্লির সাকেতের জেলা আদালতের ফাইলে বিচারাধীন বিভাজন মামলাটি (২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত) উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের জেলা আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত কিনা বা ২০১৯ সাল থেকে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ফাইলে বিচারাধীন টেস্টামেন্টারি মামলাটি সাকেতের জেলা আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত কিনা, যাতে এটি ইতিমধ্যে সেখানে বিচারাধীন বিভাজন মামলার সাথে বিচার করা যায়।

১২. আমি বিবেচনা করার আগে, প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্ক, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে রাখতে হবে। সেগুলি হলঃ-

(i) নৈনিতালের উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ার নেই, যদিও প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার জন্য একটি টেস্টামেন্টারি মামলা গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে। অতএব, জেলা আদালতে বিচারাধীন বিভাজন মামলা, সাকেত উত্তরাখণ্ডের হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হতে পারে না, তবে কেবল নৈনিতালের জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হতে পারে। নৈনিতাল জেলা আদালতের আঞ্চলিক সীমার বাইরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রবেট/প্রশাসনপত্র মঞ্জুর করার এখতিয়ার থাকবে না, যদি এর মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি হয়। বিপরীতে, দিল্লি হাইকোর্ট এবং জেলা আদালত, সাকেত উভয়েরই কিছু শর্ত/বিধিনিষেধ সাপেক্ষে প্রবেট/প্রশাসনপত্র মঞ্জুরের জন্য আবেদন গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে;

(ii) বড় ছেলে মেজর রবিন্দর নাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ০৬.০৪.২০১১ তারিখের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টে দুটি সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল নতুন দিল্লির সাকেত-এ দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচারিত একটি এম. আই. জি ফ্ল্যাট। অন্য সম্পত্তি হল খাটা নং ৭৪১-এ অবস্থিত একটি ভূমিধারী জমি, যা উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার হাটওয়ানি তহসিলের বিথোরিয়া নং ১ গ্রামের ৬.৮৫৫০ হেক্টরের পরিমাণ পরিমাপ করে, একটি আবাসিক বাড়ি, সার্ভিস কোয়ার্টার এবং শেড সহ। অতএব, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ২৬৪ (১)-এর ভিত্তিতে, সাকেতের জেলা বিচারপতির প্রশাসনিক অনুদানের জন্য একটি আবেদন গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে, অন্তত সম্পত্তির ক্ষেত্রে, এবং

(iii) ২০১২ সালে দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলে বিভাজনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে সাকেতের জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র মেজর রবীন্দ্র নাথ ২০১৬ সালের টি.পি. (সি) নং ৯৭০ নিয়ে আসেন, তখন উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে প্রশাসনিক চিঠি প্রদানের জন্য কোনও কার্যক্রম বিচারাধীন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ২০১৬ সালের টি.পি. (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারী ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে একটি উইলপত্র সংক্রান্ত মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ ২০১৬ সালের টি.পি. (সি) নং ৯৭০-এ মঞ্জুর করা বিভাজনের মামলার স্থগিতাদেশ ০৯.১০.২০১৮ তারিখে বাতিল হয়ে যায়। অতএব, এটি মনে রাখা উচিত যে ২০১৬ সালের টি.পি. (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারী এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন যার সুযোগ তিনি নিতে পারেন।

১৩. উপরের পটভূমির কথা মাথায় রেখে, এখন আমি সেই কারণগুলি দেখব যার ভিত্তিতে দিল্লি থেকে নৈনিতালে বিভাজনের মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা হয়েছে। ২০১৬ সালের স্থানান্তর আবেদনের টি.পি (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেনঃ

(i) যে তিনি ৬৮ বছর বয়সী ছিলেন (সেই সময়ে), 'অনেক রোগে ভুগছেন এবং প্রতিস্থাপিত পেস মেকার দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন;

(ii) যে তিনি শরীরের ডান দিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ট্রোক এবং মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার শিকার হয়েছিলেন;

(iii) যে উত্তরদাতারা ইতিমধ্যেই হলদওয়ানীতে মিউটেশন মামলার বিরোধিতা করছেন;

(iv) যে উত্তরদাতাদের মধ্যে তিনজন ভারতের বাইরে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিক;

(v) যে মামলার বিষয়বস্তুতে নৈনিতালের উপযুক্ত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং

(vi) উত্তরপ্রদেশ জমিদারি বিলোপ ও ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে অন্যান্য আদালতের এখতিয়ারের একটি বাধা রয়েছে।

১৪. স্থানান্তর আবেদনে উল্লেখিত কারণগুলি ছাড়াও, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গোপাল শঙ্করনারায়ণন এবং আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মনীশ কুমার যুক্তি দিয়েছেন যে স্থানান্তরের আবেদনে, আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার সাপেক্ষে পক্ষগুলির অবস্থান এবং সুবিধা বিবেচনা করা উচিত; উইলমেন্টারি মামলায়, ধারা ১০ সিপিসি-র অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, কিন্তু উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট ধারা ১০ এর অধীনে আবেদনের উপর আদেশ দেওয়ার আগেই, দ্বিতীয় হস্তান্তর আবেদন দাখিল করা হয়েছিল; উইলমেন্টারি কার্যক্রম, যেহেতু অবশিষ্ট কার্যক্রম, অন্যান্য কার্যক্রমের উপর প্রাধান্য পাবে এবং তাই, বিভাজন মামলা স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য; এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২৭৩ এর বিধান (খ) অনুসারে, সাকেতে জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনও প্রোবেট/প্রশাসনের চিঠি অন্যান্য রাজ্যে কার্যকর হবে না, যদি না রাজ্যের সীমার বাইরে প্রভাবিত সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি না হয়।

১৫. শ্রী গোপাল শঙ্করনারায়ণন, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী ঈশ্বরদেও নারায়ণ সিং বনাম শ্রীমতী কামতা দেবী এবং অন্যান্যরা[১]; চিরঞ্জিলাল শ্রীলাল গোয়েঙ্কা বনাম জসজিৎ সিং এবং অন্যান্যরা[২]; টি. ভেঙ্কট নারায়ণ এবং অন্যান্যরা বনাম ভেঙ্কট সুব্বাম্মা (শ্রীমতী) (মৃত) এবং অন্যান্যরা[৩]; বলবীর সিং ওয়াসু বনাম লক্ষবীর সিং এবং অন্যান্যরা[৪] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি উদ্‌ধৃত করেছেন, শ্রী মনীশ কুমার জানতে পেরেছেন যে আইনজীবী শ্রীমতী রুক্মণি দেবী এবং অন্যান্যরা বনাম নরেন্দ্র লাল গুপ্তের[৫] উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৬. জবাবে, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রীমতি নিত্য রামকৃষ্ণন এবং শ্রী এইচ. এস. শর্মা যুক্তি দিয়েছিলেন যে দিল্লিতে দেশভাগের মামলা দায়েরের সাত বছর পর উত্তরাখণ্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে উইলপত্র সংক্রান্ত কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল এবং প্রথম স্থানান্তর আবেদনে আবেদনকারী আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের জন্য দোষী।

১৭. প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি থেকে দেখা যায়, সেগুলির অধিকাংশই বাস্তবতার ভিত্তিতে। যাইহোক, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি যুক্তি সম্পূর্ণরূপে বৈধ এবং আরও গভীর তদন্তের যোগ্য। অতএব, আমি প্রথমে সেই যুক্তিটি গ্রহণ করব।

১৮. আবেদনকারীর মতে, যিনি ভাইবোনদের মধ্যে বড় এবং যিনি একটি উইল স্থাপন করেছেন, একটি টেস্টামেন্টারি মামলার কার্যধারা রেম-এর কার্যধারা এবং তাই, তাদের প্রাধান্য থাকবে এবং যে, বিভাজন মামলা প্রতিষ্ঠার অনেক পরে টেস্টামেন্টারি কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল তা নির্বিশেষে, টেস্টামেন্টারি মামলা নয়, বিভাজন মামলা স্থানান্তরযোগ্য। এই যুক্তিগুলির সমর্থনে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী কিছু সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।

[১]এআইআর ১৯৫৪ এসসি ২৮০

[২](১৯৯৩) ২ এসসিসি ৫০৭

[৩](১৯৯৬) ৪ এসসিসি ৪৫৭

[৪](২০০৫) ১২ এসসিসি ৫০৩

[৫](১৯৮৫) ১ এসসিসি ১৪৪

এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রথমটি হল ঈশ্বরদেও নারায়ণ সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত। এই রায়টি শুধুমাত্র এই সীমিত উদ্দেশ্যে নির্ভর করে যে একটি তদন্ত আদালত কেবল এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত যে শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট হিসাবে উপস্থাপিত নথিটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং আইন অনুসারে সত্যায়িত হয়েছিল কিনা এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময়, পরীক্ষক সুস্থ এবং নিষ্পত্তির মানসিক অবস্থায় ছিলেন কিনা। আমরা এই মামলায় তদন্ত বা প্রশাসনের চিঠির কার্যধারার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্তটি হাতে থাকা প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও সহায়তা করে না।

১৯. চিরঞ্জিলাল শ্রীলাল গোয়েঙ্কা (উপরে উল্লিখিত)-র ক্ষেত্রে যে প্রাথমিক প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল, পক্ষগুলির সম্মতিতে এই আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কোনও সালিসকারীর প্রোবেটের কার্যধারা নিয়ে কাজ করার এখতিয়ার থাকবে কি না। নেতিবাচক প্রশ্নের উত্তরে, এই আদালত বলেছিল যে কেবল প্রোবেট আদালতকেই প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি এবং 'হ্যাট' এমনকি সম্মতিতে দেওয়ার একচেটিয়া এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, পক্ষগুলি উইলের প্রমাণ বা বৈধতার ভিত্তিতে রায় দেওয়ার জন্য কোনও সালিসকারীকে এখতিয়ার প্রদান করতে পারে না। স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র টেস্টামেন্টারি কার্যধারা সম্পর্কিত একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের প্রশ্নের উপর নির্ভর করে এবং কোনও পক্ষের একটি কার্যধারা স্থানান্তর করার অধিকার সম্পর্কে নয়, এক আদালত থেকে অন্য আদালতে, যখন উভয় আদালতের এখতিয়ার রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

২০. টি. ভেঙ্কট নারায়ণ (উপরে উল্লিখিত)-তে, এই আদালতের সামনে প্রশ্ন ছিল যে, একটি অভিযুক্ত উইল প্রমাণ করার জন্য, নিষেধাজ্ঞার মামলায় গৌণ প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া যেতে পারে কিনা। এই আদালত বলেছিল যে নিষেধাজ্ঞার মামলাটিকে উইলের প্রবেশন মোকদ্দমায় রূপান্তরিত করা যাবে না এবং যদি উইলটি আইন অনুসারে প্রমাণিত করতে হয়, তবে এটি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে যোগ্যতা এবং এখতিয়ারযুক্ত আদালতে একটি প্রোবেট কার্যধারার মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি এমন কোনও প্রস্তাব দেয় না (এবং স্থাপন করতে পারত না) যে সারা দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত উইলের জন্য প্রবেট/প্রশাসনের চিঠি প্রয়োজন, যেমনটি আমরা পরে দেখব।

২১. বলবির সিং ওয়াসু (উপরে উল্লিখিত) একমাত্র মামলা যেখানে এই আদালত এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ছিল যে ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলাটি আরও এগিয়ে যেতে পারে কি না। এই মামলায়, যে পক্ষ প্রথমে দেওয়ানি বিচারকের আদালতে ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করেছিল, তারা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১০ এর ভিত্তিতে হাইকোর্টে, পরবর্তী সময়ে, বিপরীত পক্ষ কর্তৃক শুরু করা প্রোবেট কার্যক্রম স্থগিত চেয়েছিল।

উচ্চ আদালত স্থগিতাদেশের আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে যে ঘোষণার জন্য মামলার বিচারাধীনতা হাইকোর্টকে তদন্ত কার্যধারা গ্রহণ করতে বাধা দেবে না। ১০ নং ধারা, সিপিসি-র চারপাশে ঘূর্ণায়মান প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে, এই আদালত বলবৎ করেছিল যেঃ **(i)** আপিলকারীর দেওয়ানি মামলার সিদ্ধান্ত তদন্ত কার্যধারা শেষ করবে না; **(ii)** তদন্ত মঞ্জুর করা উচিত কিনা তা প্রশ্নটি এখনও হাইকোর্টের দ্বারা নির্ধারিত হতে ছেড়ে দেওয়া হবে, যদিও দেওয়ানি আদালতের সিদ্ধান্ত সেই কার্যধারাগুলিতেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে; এবং **(iii)** যদিও ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২১৩ এর প্রয়োজনীয়তা, একজন নির্বাহকের জন্য প্রবেট পাওয়ার জন্য, প্রেসিডেন্সি শহরের (অথবা বিজ্ঞপ্তিকৃত এলাকা) বাইরের সমস্ত এলাকায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে, তবুও বিচক্ষণতা বা সুবিধার জন্য একজন নির্বাহকের জন্য প্রবেটের জন্য আবেদন করার কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, এমনকি সেই ক্ষেত্রেও যেখানে সেগুলি ধারা ২১৩ দ্বারা আচ্ছাদিত নয়।

২২. বলবীর সিং-এর (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তের দুটি আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। সেগুলি হলঃ **(i)** ধারা ১০ সিপিসি-র অধীনে কোনও আবেদন মিথ্যা হবে কি না, এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত না নিয়ে এই আদালত হাইকোর্ট থেকে প্রোবেট কার্যধারাটি এমন একটি জেলা আদালতে স্থানান্তরিত করে যা প্রোবেট কার্যধারা গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল এবং মামলাটি একই আদালতে ঘোষণার জন্যও স্থানান্তরিত করে যাতে উভয়কেই একত্রিত করা যায় এবং একসঙ্গে শুনানি করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই আদালত এই বিষয়টি লক্ষ্য করা বাদ দেয় যে, যে ক্ষেত্রে আইন দ্বারা কোনও প্রোবেট বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজন হয় না, সেখানে উইলের উপর নির্ভর করা যেতে পারে, এমনকি এটি তদন্ত না করেও। **(ii)** নির্মলা দেবী বনাম অরুণ কুমার গুপ্ত[৬] মামলায় এই আদালতের আরেকটি সিদ্ধান্তের পর বলবীর সিং। এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে ১৯৯৭ সালে ১৯৮৪ সালের উইলের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সাল থেকে একটি দেওয়ানি মামলা ইতিমধ্যে বিচারাধীন ছিল, কিন্তু এই আদালত কেবল উপ-বিচারকের ফাইলের উপর বিচারাধীন দেওয়ানি মামলাটি জেলা বিচারকের আদালতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয় যেখানে তদন্ত কার্যক্রম বিচারাধীন ছিল, যাতে উভয়কেই একত্রিত করে নিষ্পত্তি করা যায়।

২৩. এই আদালত উপরোক্ত কোনও সিদ্ধান্তে বিবেচনা করেনি বা বিবেচনা করার কোনও সুযোগ পায়নি, যেখানে কোনও পক্ষ প্রবেট/প্রশাসনপত্র না পেয়েও বিচারিক কার্যক্রমে উইলের উপর নির্ভর করার অধিকার রাখে এবং যেখানে প্রবেট/প্রশাসনপত্র না পেয়ে বিচারিক কার্যক্রমে উইল তৈরির ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

[৬](২০০৫) ১২ এসসিসি ৫০৫

প্রোবেট কার্যধারার প্রাধান্য নির্ভর করবে মামলাটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তার উপর।

২৪. এটি বলার পরে, আসুন এখন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর কিছু বিধানের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে নজর দেওয়া যাক।

২৫. ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১১টি ভাগে বিভক্ত, যার কিছু অংশকে কয়েকটি অধ্যায়ে উপ-বিভক্ত করা হয়েছে। ২৩টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত এই আইনের ষষ্ঠ অংশে "টেস্টামেন্টারি উত্তরাধিকার" সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিধান রয়েছে। আইনের ৫৭ থেকে ১৯১ ধারা এই অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৬. আইনের নবম অংশে ২১৭ থেকে ৩৬৯ ধারা রয়েছে, যা ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। নবম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে "প্রবেট এবং প্রশাসনের চিঠিগুলি মঞ্জুর ও প্রত্যাহার করার অনুশীলন" পরিচালনা করার বিধান রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২৬৪ থেকে ৩০২ ধারা পাওয়া যায়। প্রোবেট বা উইল সংযুক্ত প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করার পদ্ধতি ২৭৬ ধারায় দেওয়া হয়েছে।

২৭. জেলা বিচারককে আইনের ২৬৪ ধারার অধীনে তাঁর জেলার মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে তদন্ত ও প্রশাসনের চিঠি মঞ্জুর ও প্রত্যাহার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ধারা ২৬৪ নিম্নরূপ পড়েঃ-

"২৬৪. প্রবেট মঞ্জুর ও প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে জেলা বিচারকের এখতিয়ার, যেমন-(১) তাঁর জেলার মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেট ও প্রশাসনিক চিঠি মঞ্জুর ও প্রত্যাহার করার এখতিয়ার জেলা বিচারকের থাকবে।

(২) ৫৭ ধারা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যতীত, কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরের সীমার বাইরে কোনও স্থানীয় এলাকার কোনও আদালত, যেখানে মৃত ব্যক্তি একজন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন অথবা কোনও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সেখানে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি করার জন্য অনুমোদিত না করে।"

২৮. ধারা ২৬৪-এর উপ-ধারা (২) থেকে দেখা যায় যে, এটি কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে শহরের সীমানার বাইরে যেকোনো স্থানীয় এলাকার আদালতের উপর প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্রের আবেদন গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যতক্ষণ না রাজ্য সরকার, সরকারি গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন অথবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানেই হোক না কেন, তাদের অনুমোদন না দেয়।

কিন্তু উপ-ধারা (২) এর অধীনে বারের কোনও প্রয়োগ নেই, যে ক্ষেত্রে ধারা ৫৭ প্রযোজ্য।

২৯. আইনের ৫৭ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

"৫৭. হিন্দুদের দ্বারা প্রদত্ত উইলের একটি শ্রেণীর জন্য অংশের কিছু বিধানের প্রয়োগ, যেমনঃ- তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত এই অংশের বিধানগুলি, তাতে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হবে-

(ক) যে অঞ্চলগুলি উক্ত তারিখে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে বা মাদ্রাজ ও বোম্বে হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ছিল, সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনে বা তার পরে যে কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা তৈরি সমস্ত উইল এবং কোডিসিল; এবং

(খ) ১০ এই ধরনের সমস্ত উইল এবং কোডিসিল, যা সেই অঞ্চল এবং সীমার বাইরে তৈরি করা হয়েছে, যতদূর পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই অঞ্চল বা সীমার মধ্যে অবস্থিত; ▌এবং

(গ) ১৯২৭ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনে বা তার পরে কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা তৈরি সমস্ত উইল এবং কোডিসিলের জন্য, যার জন্য সেই বিধানগুলি প্রকরণগুলি (ক) এবং (খ) দ্বারা প্রয়োগ করা হয় নাঃ▌

শর্ত থাকে যে বিবাহ এই ধরনের কোনও উইল বা কোডিসিল প্রত্যাহার করবে না। "

৩০. আইনের তৃতীয় তফসিলে ৫৭ প্রকরণগুলির (ক), (খ) এবং (গ) ধারায় বর্ণিত সমস্ত উইলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য বিধানগুলির একটি তালিকা রয়েছে।

৩১. নবম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে জেলা বিচারককে প্রদত্ত এখতিয়ারটি ৩০০ ধারার অধীনে প্রদত্ত সমবর্তী এখতিয়ারের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতও প্রয়োগ করতে পারে। ধারা ৩০০ নিম্নরূপ পড়েঃ

"৩০০. হাইকোর্টের সমবর্তী এখতিয়ার-

(১) জেলা বিচারপতিকে এতদ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেলা বিচারপতির সঙ্গে হাইকোর্টের সমবর্তী এখতিয়ার থাকবে।

(২) যে ক্ষেত্রে ৫৭ ধারা প্রযোজ্য হয় তা ব্যতীত, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে শহরের সীমার বাইরে কোনও স্থানীয় অঞ্চলের উপর এতদ্বারা প্রদত্ত সমবর্তী এখতিয়ার প্রয়োগ করে কোনও হাইকোর্ট, যেখানে মৃত ব্যক্তি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন বা কোনও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সেখানে প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি করার জন্য অনুমোদিত না করে।"

ধারা ২৬৪-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বারটি ধারা ৩০০-এর উপ-ধারা (২)-এও পাওয়া যায়।

৩২. আইনের অষ্টম অংশে, যা সম্ভবত আইনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, ২১২ এবং ২১৩ ধারায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপঃ

"২১২. নিঃশর্ত সম্পত্তির অধিকার।-(১) নিঃশর্তভাবে মারা যাওয়া কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির কোনও অংশে কোনও অধিকার কোনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা প্রশাসনের চিঠিগুলি প্রথমে মঞ্জুর করা হয়।

(২) এই ধারাটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, [ভারতীয় খ্রিস্টান বা পার্সি] ব্যক্তির অকৃতকার্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২১৩. নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে অধিকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়-(১) কোনও আদালতে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না [ভারতের] উপযুক্ত এখতিয়ারের কোনও আদালত উইলের প্রোবেট মঞ্জুর করে যার অধীনে অধিকার দাবি করা হয়, বা উইলের সাথে প্রশাসনের চিঠি মঞ্জুর করে বা উইলের একটি অনুমোদিত অনুলিপির অনুলিপি সংযুক্ত করে।

(২) এই ধারাটি মুসলমানদের [অথবা ভারতীয় খ্রিস্টানদের] উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, অথবা শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে-

(i) কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে যেখানে এই ধরনের উইল ৫৭ প্রকরণগুলির (ক) এবং (খ) ধারায় নির্দিষ্ট শ্রেণীর হয়; এবং

(ii) ভারতীয় উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ১৯৬২ (১৯৬২ সালের ১৬) প্রবর্তনের পর, যে কোনও পার্সি মৃত্যুবরণকারীর দ্বারা প্রণীত উইলের ক্ষেত্রে, যেখানে এই ধরনের উইলগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্টের [সাধারণ মূল দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার] স্থানীয় সীমার মধ্যে তৈরি করা হয়, এবং যেখানে এই ধরনের উইলগুলি সেই সীমার বাইরে তৈরি করা হয়, যতদূর পর্যন্ত তারা সেই সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত।]"

৩৩. যেখানে ধারা ২১২ নির্বাসিত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কাজ করে, সেখানে ধারা ২১৩ একটি উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কাজ করে। সহজ ভাষায় এই দুটি নিয়ম নিম্নরূপ বলা যেতে পারেঃ **(i)** উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত থেকে প্রশাসনের চিঠি না পেয়ে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ভারতীয় খ্রিস্টান বা পার্সি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির কোনও অধিকার, যিনি অকালে মারা গেছেন, যে কোনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; **(ii)** উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে কোনও অধিকার (কোনও মুসলমান বা ভারতীয় খ্রিস্টান দ্বারা তৈরি উইল ব্যতীত) কোনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি না উইল বা উইলের সাথে প্রশাসনের চিঠির প্রোবেট সংযুক্ত করা হয়, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা মঞ্জুর করা হয়।

৩৪. তবে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মটি যা ধারা ২৩৩-এ পাওয়া যায়, তা কেবল প্রযোজ্য হবেঃ **(i)** কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে, যদি সেই উইলগুলি ৫৭ প্রকরণগুলির (ক) এবং (খ) ধারায় নির্দিষ্ট শ্রেণীর হয়; এবং **(ii)** ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইন ১৬-এর সূচনার পরে মারা যাওয়া কোনও পার্সি দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে, যদি এই ধরনের উইলগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে করা হয় এবং যদি এই ধরনের উইলগুলি সেই সীমার বাইরে করা হয়, যতদূর পর্যন্ত তারা সেই সীমার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত।

৩৫. ধারা ৫৭, ২১৩ এবং ২৬৪-এর একটি সমষ্টিগত পাঠ দেখাবেঃ **(i)** যে কোনও উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী বলে দাবি করা কোনও ব্যক্তি বিচার আদালতের সামনে কোনও কার্যধারায় উইলের উপর নির্ভর করতে পারবেন না, যদি না তিনি প্রোবেট (যদি কোনও নির্বাহক নিয়োগ করা হয়) বা উইলের সাথে সংযুক্ত প্রশাসনের চিঠি না পান, যদি এই জাতীয় উইল নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা কার্যকর করা হয়; এবং **(ii)** প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার এখতিয়ার কেবল কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বে শহরের মধ্যে অবস্থিত আদালতগুলিতে এবং সরকারী গেজেটে রাজ্য সরকার কর্তৃক অবহিত কোনও স্থানীয় অঞ্চলের আদালতগুলিতে নিহিত থাকে।

৩৬. অতএব, নিম্নরূপঃ **(i)** আইনটিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কোনও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হলে; এবং **(ii)** যদি না উইলটি করা হয় অথবা উইলের আওতাভুক্ত কিছু সম্পত্তি কোনও বিজ্ঞপ্তিকৃত এলাকার স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহলে উইলের অধীনে একজন নির্বাহক বা উত্তরাধিকারীর জন্য প্রোবেট বা প্রশাসনিক চিঠি চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে, বলবীর সিং ওয়াসু (উপরে উল্লিখিত)-এর সিদ্ধান্তটি ২৬৪ (২) ধারার অধীনে বারের নোট নেয়নি যখন এটি রায়ের ৫ অনুচ্ছেদে সাধারণ শর্তে মতামত দিয়েছিল যে "আমরা ধারা ২১৩ পড়ি না যে নির্বাহককে দেশের অন্যান্য অংশে আদালতে প্রবেটের জন্য আবেদন করার জন্য প্রবিধান বা সুবিধার বিষয় হিসাবে প্রবিধানের জন্য আবেদন করতে নিষেধ করে যা ধারা ২১৩ দ্বারা আচ্ছাদিত নয়।"

৩৭. ধারা ৫৭-এর প্রকরণগুলি (ক) এবং (খ)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ২১৩ (২) (i)-এর ভিত্তিতে, উইলের অধীনে নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি পাওয়ার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট হাইকোর্টের সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন দ্বারা করা উইলের ক্ষেত্রে এবং সেই অঞ্চলগুলির বাইরে করা উইলগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যতদূর পর্যন্ত তারা সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির আওতাভুক্ত করে। অতএব, এমন কোনও ব্যক্তির জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই যার মামলা এই বিধানগুলির আওতার বাইরে পড়ে, বিভাজন বা অন্যান্য ত্রাণের জন্য অন্যান্য আইনী উত্তরাধিকারী সহ অন্যদের দ্বারা প্রবর্তিত কোনও কার্যধারায় উইলের অধীনে হাজির করা, তার উপর নির্ভর করা এবং দাবি করা থেকে।

৩৮. এই ক্ষেত্রে আবেদনকারী রবিন্দর নাথ নিজে অগ্রসর হন (i) প্রথমে রাজস্ব নথিতে পরিবর্তন আনা হয় এবং i) তারপর প্রশাসনিক চিঠি না চেয়ে তার বাবার ০৬.০৪.২০১১ তারিখের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের ভিত্তিতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রির জন্য নৈনিতালের সিভিল জজের ফাইলে ২০১১ সালের ও.এস.নং ৭২-এ মামলা দায়ের করতে হবে। তিনি মনে করেন না যে ধারা ২১৩ (১) প্রশাসনের চিঠি না পেয়ে উইলের অধীনে উত্তরাধিকারী হিসাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বাধা ছিল।

৩৯. তা করার পর, ২০১৬ সালের টি.পি (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারী উইলের অধীনে প্রথম দাবি দাখিলের ৮ বছর পর এবং তাও ৯.১০.২০১৮ তারিখের আদেশে বিভাজন মামলায় পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখার অবকাশের পরে, ২০১৯ সালের উইলপত্র সংক্রান্ত মামলা নং ০১ নং ২০১৯ মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব, আমি ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) নং ৯৭০-এর আবেদনকারীকে এই আদালতকে একটি যথাযথ পরিপূরক করার অনুমতি দিতে পারি না।

৪০. জেলা আদালত, সাকেতের ফাইলে বিচারাধীন বিভাজনের মামলাটি আসলে ৮ বছরের পুরনো, কারণ এটি ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

উক্ত মামলার লিখিত বিবৃতিটি মেজর রবিন্দর নাথ দ্বারা ২০১২ সালের নভেম্বরে দায়ের করা হয়েছিল, যখন মামলাটি ২০১২ সালের সি. এস. নং ২৭৪৫ হিসাবে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল। লিখিত বিবৃতির ৮জি অনুচ্ছেদে, আবেদনকারী বিতর্কিত উইলটি কার্যকর করার আবেদন করেছেন। উইলের আসল অনুলিপি লিখিত বিবৃতির সাথে ডি-১/৫ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, স্পষ্টতই মেজর রবিন্দর নাথ নিশ্চিত ছিলেন যে উইলের অধীনে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও বাধা ছিল না, এমনকি প্রশাসনের চিঠি না পেলেও। অতএব, উত্তরাখণ্ডের উচ্চ আদালতে একটি টেস্টামেন্টারি মামলা দায়ের করার তাঁর পরবর্তী কাজটি আইনের সাধারণ প্রস্তাবের সুযোগ নেওয়ার জন্য একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় যে প্রোবেট কার্যধারা রিমের কার্যধারা এবং তাদের প্রাধান্য থাকা উচিত। এই যুক্তিটি কেবলমাত্র এমন একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যিনি ধারা ২১৩ (১) এর কারণে অক্ষম, যে কোনও কার্যধারায় উইলের উপর নির্ভর করা থেকে, প্রথমে প্রোবেট/প্রশাসনের চিঠি না পেয়ে। অতএব, ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) নং ৯৭০-এ আবেদনকারীর পক্ষে উত্থাপিত আইনি যুক্তি যে বিভাজন মামলাটি টেস্টামেন্টারি মামলা অনুসরণ করা উচিত, এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য।

৪১. প্রকৃতপক্ষে, ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) নং ৯৭০-এর আবেদনকারী এমনকি এটির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সাহায্যও করছেন না। ২০১২ সালের নভেম্বরে একটি উইল ছিল বলে দাবি করার পরে, তিনি ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ এবং এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কেবল ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে টেস্টামেন্টারি কার্যধারা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি সেই বিবরণগুলিতে যাচ্ছি না, কারণ এটি তার মামলাটিকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারে।

৪২. শ্রীমতি রুক্মিণী দেবী এবং অন্যান্যরা বনাম নরেন্দ্র লাল গুপ্ত[৭] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মণীশ কুমার যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ২৭৩-এর অনুবিধি (খ)-এর ভিত্তিতে, জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনের কোনও চিঠি, সাকেত অন্য রাজ্যে কার্যকর হতে পারে না যদি না অনুদান দ্বারা প্রভাবিত এবং রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি না হয়।

৪৩. কিন্তু এই যুক্তিটি একটি সুবিধার বিষয়। ২৭৩ ধারার অনুবিধি (ক)-এর সুযোগ নিয়ে এবং সাকেতের জেলা আদালত থেকে একসঙ্গে বিচারের জন্য হাইকোর্টের কাছে বিভাজনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করে আবেদনকারীকে দিল্লির হাইকোর্টে টেস্টামেন্টারি কার্যধারা দায়ের করতে কোনও কিছুই বাধা দেয়নি। ধারা ২৭৩ নিম্নরূপ পড়েঃ

[৭](১৯৮৫) ১ এসসিসি ১৪৪

"২৭৩. প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠির সমাপ্তি-প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠিগুলি মৃত ব্যক্তির সমস্ত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলবে, যে রাজ্যে এটি মঞ্জুর করা হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে, এবং মৃত ব্যক্তির সমস্ত ঋণগ্রহীতা এবং তার সম্পত্তি ধারণকারী সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিধি মালিকানা সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক হবে এবং সমস্ত ঋণগ্রহীতাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবে, তাদের ঋণ পরিশোধ করবে এবং যে ব্যক্তিকে এই জাতীয় প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়া হয়েছে তাকে এই জাতীয় সম্পত্তি হস্তান্তরকারী সমস্ত ব্যক্তিঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবেট এবং প্রশাসনিক পত্র মঞ্জুর করা হয়েছে-

(ক) হাইকোর্ট কর্তৃক, অথবা

(খ) একজন জেলা বিচারক দ্বারা, যেখানে তাঁর মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির এই ধরনের বিচারপতির এখতিয়ারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল, এবং এই ধরনের বিচারক প্রত্যয়িত করেন যে রাজ্যের সীমার বাইরে প্রভাবিত সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার টাকার বেশি নয়,

অনুদান দ্বারা অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, অন্যান্য রাজ্যগুলিতে একই প্রভাব ফেলবে

অতএব, আবেদনকারী, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশভাগের মামলার বিচারাধীনতার সুযোগ নিয়ে, দিল্লি হাইকোর্টে উইলপত্র সংক্রান্ত কার্যধারা দায়ের করতে পারতেন এবং ২৭৩ ধারার বিধান (খ)-এর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ২৭৩ ধারার অনুবিধি (ক)-এর উপর নির্ভর করতে পারতেন।

৪৪. আইনি বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করার পর, আমাকে এখন সেই বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে দিন যার ভিত্তিতে বিভাজনের মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাবি করেছেন যে আবেদনকারী একজন প্রবীণ নাগরিক যিনি বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। প্রত্যয়নকারীরাও দিল্লির বাসিন্দা নন। অতএব, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে অন্তত পক্ষগুলির সুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে।

৪৫. কিন্তু এইসব ভার্চুয়াল শুনানির সময়ে, পক্ষগুলির অবস্থান নিয়ে খুব কমই সন্দেহ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ২০২০ সালের আই.এ. নং ১৩০৯৩৯-এ আবেদনকারী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বা আদালত নিযুক্ত কমিশনারের মাধ্যমে প্রত্যয়নকারীদের মধ্যে একজনকে পরীক্ষা করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছেন, কারণ তার বয়স ৭৪ বছর, তার অনেক চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে এবং সে কোভিড-১৯-এর জন্যও ইতিবাচক পরীক্ষা করেছে।

৪৬. এমনকি আবেদনকারীর মতে, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রত্যয়নকারীকে পরীক্ষা করা যেতে পারে বা আদালত নিযুক্ত কমিশনার প্রমাণ করবেন যে যেখানে কার্যধারা মুলতুবি রয়েছে, সেটি গুরুত্বহীন।

৪৭. বেঁচে থাকা ৫টি শিশুর মধ্যে ৩টি ভারতের বাইরে বসবাসকারী অন্য দেশের নাগরিক এবং তাই উত্তরাখণ্ডে বিচারের জন্য তাদের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না, এই বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকারী যদি ২০১১ বা ২০১২ সালে টেস্টামেন্টারি কার্যধারা দায়ের করে প্রথম ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করার জন্য তিনি উন্মুক্ত থাকতেন। তাই, এমনকি তথ্যের ভিত্তিতেও, আমি বিভাজন মামলাটি নৈনিতালের জেলা আদালতে স্থানান্তর করার আদেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না এবং তাই, ২০১৬ সালের টি. পি. (সি) নং ৯৭০ খারিজ হওয়ার যোগ্য।

৪৮. যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানান্তর আবেদনের কথা বলা যায়, তাতে যে স্বস্তি চাওয়া হয়েছে তা হল উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে বিচারাধীন টেস্টামেন্টারি মামলাটি দিল্লির সাকেতের জেলা আদালতে স্থানান্তর করা। যেহেতু আবেদনকারীর দ্বারা স্থাপিত উইলটি নৈনিতাল এবং দিল্লি উভয় স্থানে অবস্থিত সম্পত্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এই উভয় আদালতের সমবর্তী এখতিয়ার রয়েছে। তবে ২৭৩ ধারার অনুবিধি (খ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনের চিঠির রাজ্যের বাইরে অবস্থিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৈধতা থাকতে পারে না, যদি এর মূল্য ১০,০০০/- টাকার বেশি হয়। যাইহোক, এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে উইলের মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তর করার আদেশ দিয়ে এবং বিভাজন মামলাটি সাকেত জেলা আদালত থেকে দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তর করার আদেশ দিয়ে।

৪৯. অতএব, স্থানান্তর আবেদনগুলি নিম্নলিখিত প্রভাবের সাথে নিষ্পত্তি করা হয়ঃ-

(i) ২০১৬ সালের টিপি (সি) নং ৯৭০ বাতিল করা হয়েছে;

(ii) ২০১৯ সালের টি. পি. (সি) নং ২৭৭৯ অনুমোদিত এবং উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ফাইলে বিচারাধীন ২০১৯ সালের উইলপত্র সংক্রান্ত মামলা নং ০১ দিল্লি হাইকোর্টের ফাইলে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে;

(iii) ২০১৬ সালের সি. এস. নং ১২৬-এ দিল্লির অতিরিক্ত জেলা আদালত, সাকেত-এর ফাইলে বিচারাধীন বিভাজনের মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হবে এবং টেস্টামেন্টারি কার্যধারার সাথে যুক্ত হবে এবং নিষ্পত্তির জন্য একসাথে নেওয়া হবে। বিভাজনের মামলাটি প্রায় ৮ বছরের পুরনো বলে বিবেচনা করে, দিল্লি হাইকোর্ট তালিকাভুক্তির অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে।

পক্ষগুলি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বা আদালত নিযুক্ত কমিশনারদের মাধ্যমে উইলের সত্যায়িতকারী সহ সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করার স্বাধীনতা রাখে এবং এই ধরনের ত্রাণের জন্য আবেদনগুলি হাইকোর্ট অনুকূলভাবে বিবেচনা করতে পারে।

(iv) পক্ষগুলি তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করবে।

দিব্যা পান্ডে স্থানান্তর আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen